দৈনিক ইনকিলাব

21 NOV 1992

তারিখ 21 NOV 1992
পৃষ্ঠা 14 কলাম 1

বৃত্তিমূলক শিক্ষাই এখন সময়ের দাবী

ডঃ এ এন এম মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী

আজকের দিনে আমেরিকাসহ বিশ্বের সব উন্নত দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে বিলাসিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শুধু তাই নয় যুক্তরাজ্য (ইংল্যাণ্ড) এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও (আমেরিকায়) বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে লেখাপড়া করতে আসে।

সেসব দেশের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই স্কুলে অধ্যয়নকালে এবং তৎপরবর্তীতে নিজেদের পছন্দ মতো বিভিন্ন ট্রেডের বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে এবং ভবিষ্যতে বাস্তব জীবন সুন্দরভাবে যাপন করার জন্য কোন একটা উপযুক্ত পেশায় নিযুক্ত হয়।

বাংলাদেশের মত একটি গরীব দেশে কয়েকটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শত শত ডিগ্রী কলেজ চালু আছে। এদেশের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা মিটাবার জন্য এ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রয়োজনাতিরিক্ত। বর্তমানে হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীধারী যুবক বেকার অবস্থায় দুঃসহ জীবনযাপন করছে। এই দুর্বিষহ অবস্থা ইতিমধ্যেই সমাজে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করেছে যা আজকের দিনে জাতির কাছে তা-ই একটি মৌলিক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তাহল এদেশে সত্যিই এই মুহূর্তে আরও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী/বেসরকারী) প্রতিষ্ঠার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি? তবে প্রয়োজনবোধে আরও ডিগ্রী কলেজ খোলা যেতে পারে এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার মান উন্নত করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাই এখন সময়ের দাবী— যা অদক্ষ জনশক্তিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের নিজস্ব জীবিকা অর্জনের একটা সুরাহা করতে সাহায্য করবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ একটা অনুকরণকৃত ধারণা বৈ কিছু নয়।

উন্নত দেশসমূহ হতে যে কোন অনুকরণ, অনুসরণকারী দেশের জন্য মংগল বয়ে আনলেই তা গ্রহণ করা যুক্তিসংগত হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রে আছে সেই অনুকরণে আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠা করতে হবে— এই ধারণা সঠিক নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগ সরকার পরিচালিত। এছাড়া অন্যান্য বিভাগ এবং অন্য সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত।

সুতরাং বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা কোনভাবেই উন্নত বিশ্বের কোন দেশের সহিত তুলনীয় হতে পারে না। বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সন্তানগণের জন্যই এসব ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। কেননা, এখানে মাথাপিছু পড়ার খরচ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দশ গুণ বেশী হবে। ফলশ্রুতিতে এদেশে অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত, বিস্ফোরণোন্মুখ শ্রেণী ব্যবস্থা জন্ম লাভ করবে। আমার আশংকা হয় এসব ব্যয়বহুল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা ছাত্ররা যখন বেকার থাকবে তখন উদ্যোক্তাগণের জন্য আশঙ্কার কারণ হবে। যা থেকে সরকারও নিষ্কৃতি পাবে না। আমি এই সমস্ত মহৎ উদ্যোক্তাগণকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নিতে অনুরোধ করবো। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে। সরকারের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে— এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যেন দ্বিতীয়বারের মত চিন্তা করে দেখা হয় এবং সমাজের জন্য কোনটি উত্তম তা নির্ধারণ করা হয়।